নানা অনিয়মের হোতা মহুরি নুরুল ইসলাম!

জীবননগর দলিল লেখক সমিতির নাম ভাঙ্গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করে অতিরিক্ত অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন সমিতির সভাপতি নুুরুল ইসলাম। এয়াড়া তার বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুনীতির অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, জীবননগর দলিল লেখক সমিতির বেশ কিছু অসাধু সদস্যরে সাথে যোগ সাজে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সাব রেজিস্টারের নাম করে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে নুরুল ইসলাম।

এদিকে স্থানীয়দের দলিল লেখক সমিতির সভাপতি নুরুল ইসলাম ক্ষমতাশীন দলের নেতা হওয়ার ফলে প্রকাশ্য এ চাঁদা আদায় করছে এবং নিজের অপকর্ম ধামাচাঁপা দেওয়ার জন্য স্থানীয় ক্ষমতাশীন দলের কিছু নেতাকর্মি ও কিছু সাংবাদিককে ম্যানেজ করে চলেন তিনি।

জমি খারিজ করতে দেওয়া প্রতারণার শিকার উপজেলার হাসাদহ ইউনিয়নের তারনিবাশ গ্রামের জহির উদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, আমি জমি খারিজের জন্য যায় সেখানে আমার কাছ থেকে ৬ হাজার টাকা নিয়েছে আমি টাকা কম দিতে চাইলে ওষান থেকে একজন মুহুরি বলে আপনার এখান থেকে সমিতির টাকা দিতে হবে সাব রেজিস্টারের টাকা দিতে হবে এ জন্য একটু বেশি খরচ হচ্ছে। এই বলে আমার নিকট থেকে টাকা দাবি করলে আমার কাছে অত টাকা না থাকায় সেখান থেকে চলে আসি।

ভ’মি অফিস সুত্রে জানা গেছে,জমি খারিজ করতে গেলে সরকারি নিয়মনুযায়ী ১ হাজার ১’শ ৫০ টাকা খরচ লাগে।

কিন্তু জীবননগর দলিল লেখক সমিতির নাম করে সেখানে নেওয়া হচ্ছে ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত। শুুধু তাই নয় দলিল লেখক সমতিরি সভাপতি নুরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সেখানে একটি প্রতারনার আকড়া এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি করার জন্য সাবরেজিস্টি অফিসের সামনে টেবিল চেয়ার বসিয়ে দাওয়া খানা তৈরি করেছেন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সাবরেজিষ্টারের অফিসের সামনে দলিল লেখক সমতিরি এক সদস্য চেয়ার, টেবিল পেতে বসে আছেন। ওই খাতায় দলিল

এন্টি না হলে কোন দলিল সাবরেজিষ্টারের কাছে দেওয়া হয় না। খাতায় দেখা গেছে সেখানে কোন সদস্যর দলিল তার নামের সংক্ষিপ্ত অক্ষর দিয়ে এন্টি করা হয় এবং দলিল হিসাব করে সমিতির ভাগের টাকা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের নিকট দিয়ে আসতে হয়। সেগুলো আবার সপ্তাহ শেষে সকল সদস্যদের মাঝে ভাগাভাগি করা হয় বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনইচ্ছুক দলিল লেখক সমিতির এক সদস্য বলেন, দলিল লেখক সমিতির সভাপতি তো আর একা টাকা খাই না। আমরা যদি টাকা বেশি করে না নিই তা হলে। ১ লক্ষ টাকার দলিল প্রতি সাবরেজিস্টারের ৮’শ টাকা ফটো কপি খারিজ হলে ৫’শ টাকা রেকড ফটো কপি হলে ৫’শ টাকা হেবা দলিল হলে খারিজ না থাকলে ২হাজার ৫’শ এবং স্থানীয নেতাকর্মি তা ছাড়া প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কি ভাবে ম্যানেজ করবো এবং তাদের কি ভাবে টাকা দিবো আমরা তো আর বাড়ি থেকে টাকা এনে দিবো না। তাই এখানে জমি খারিজের জন্য টাকা বেশি নেওয়া হয়।

তথ্যনুসন্ধানে জানা গেছে, সরকারি ফিস ১ লক্ষ টাকার দলিলে ব্যাংকের মাধ্যমে পে-অর্ডার করা লাগে ৭৫ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা সেখানে সমিতির নাম করে নেওয়া হয় ১২ হাজার টাকা, পৌর সভার মধ্যে ১ লক্ষ টাকার দলিল হলে সরকারি ফিস ৮ হাজার থেকে ৮ হাজার ৫’শ টাকা সেখানে সমিতির নাম করে নেওয়া হয় ১৩ থেকে ১৪ হাজার টাকা তা ছাড়া নেতার নাম করে সভাপতি নুরুল ইসলাম দলিল প্রতি ৩’শ টাকা সাংবাদিকদের নাম করে দলিল প্রতি ১৫০ টাকা।

তথ্যনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, দলিল লেখক সমিতির সভাপতি নুরুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক রায়হান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নাম করে ৫ হাজার টাকা তুলে নিজের পকেটে রাখেন।

জীবননগর দলিল লেখক সমিতির সভাপতি নুরুল ইসলামের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমি কোন টাকা আত্বস্বাত করিনি তা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পন্ন মিথ্যা।

জীবননগর সাব-রেজিষ্টার অফিসার মাসুদুর রহমান বলেন, এখানে সমিতির বিষয়টি আমি বলতে পারবো না। তবে সরকারি নিয়মনীতির মধ্যেই আমি কাজ করে থাকি সরকারি নিয়মনীতির বাইরে আমি কোন কাজ করি না আর আমি কোন অতিরিক্ত টাকা গ্রহন করিনি আমার নামে যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পন্ন মিথ্যা।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম বলেন, সরকারি যে নিয়ম আছে সে অনুযায়ী জমি খারিজ করা হয়। তা ছাড়া এখন সব অনলাইনের

মাধ্যমে কাজ করা হয়। এখানে অনিয়ম করার কোন সুযোগ নাই এবং সরকারি যে ফিস আছে সে টাকাই নেওয়া হয় ।অতিরিক্ত কোন টাকা নেওয়া হয় না।

তা ছাড়া কেউ যদি সরকারি ফিস বাদে টাকা নিয়ে থাকে তা হলে অভিযোগ পেলে তদন্ত পুর্বক তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/আরপি

জীবননগরে অর্ধ কোটি টাকার গাছ কেটে সাবাড়!

জীবননগর উপজেলার হাসাদহ-রায়পুর সড়ক প্রস্তুতকরণের অজুহাতে সড়কের দু’ধারে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির গাছ টেন্ডার ছাড়াই কাটার অভিযোগ উঠেছে।

ক্ষমতাসিন দলের একটি মহল ও উপজেলা বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজসে সামাজিক বনায়ন সমিতির নেতাদের ম্যানেজ করে এ গাছগুলি কেটে সাবাড় করা হচ্ছে।

সামাজিক বনায়ন কর্তৃক সৃজন করা বাগানের বাইরেও সড়কের দু’ধারের বিভিন্ন প্রজাতির বড় বড় গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাস্তার দু’ধারের গাছ কেটে সাবাড় করার ফলে এলাকার পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। এ ভাবে গাছ কেটে সাবাড় করার কারণে এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে সরজমিনে দেখা গেছে, জীবননগর উপজেলা হাসাদহ-রায়পুর সড়কের মাধবপুর সাগরঘাটা ব্রিজ পর্যন্ত দুই কিলোমিটার রাস্তার দু’ধারে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান বড় বড় গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

উপজেলা বন সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মচারি মাহবুুবুর রহমান কাটা গাছের কিছু দুরে অবস্থান করছে। গাছগুলো কাটার পর গাছের ডালপালা সাথে সাথেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে গাছের বড় বড় লগগুলো নেয়া হচ্ছে সামাজিক বনায়ন সমিতির সম্পাদক হাবিবুর রহমান হবির বাড়ী সংলগ্ন স্থানে।

সামাজিক বনায়ন সমিতির সৃজন করা বাগানের বাইরে সরকারি রাস্তায় থাকায় বিগত ২৫-৩০ বছর আগে সৃজন করা কিংবা তার আগে বেড়ে ওঠা মূল্যবান গাছ কেটে নেয়া হচ্ছে অভিযোগ এলাকাবাসীর। ফলে সরকার মোটা অংকের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব গাছের মধ্যে কিছু গাছ চলে যাচ্ছে প্রভাবশালী মহলের বাড়ীর আসবাবপত্র তৈরীর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে।

এলাকার একাধিক ব্যাক্তি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, হাসাদহ-রায়পুর সড়কে কয়েক যুগ ধরে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রজাতির গাছের মাঝে সামাজিক বনায়নের বাগান সৃজন করা হয়।

সামাজিক বনায়ন কর্তৃক সৃজন করা বাগান সঠিক ভাবে রক্ষনাবেক্ষণ না হওয়ায় অধিকাংশ গাছ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখন সামাজিক বনায়নের গাছ কাটার নামে রাস্তার সমস্ত গাছপালা কেটে সাবাড় করা হচ্ছে। রাস্তা প্রস্তুকরনের অজুহাতে রাস্তার দু”ধারের গাছপালা কেটে এলাকাকে মরুভ’মি বানানো হচ্ছে।

এতে করে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ার শঙ্কা থাকলেও লাভবান হচ্ছে কতিপয় প্রভাবশালী নেতা। সেই সাথে লাভবান হচ্ছেন সংশি¬ষ্ট সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিরা।

সামাজিক বনায়নের সৃজন করা গাছের পাশাপাশি বড় বড় মেহগুনি, চটকা, শিষু, নিম ইত্যাদি মূল্যবান গাছ কেটে নেয়া হচ্ছে। এলাকাবাসীর ধারণা হাসাদহ বাজার থেকে মাধবপুর ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার দু”ধারে যে গাছ আছে তা প্রায় অর্ধ কোটি দাম হবে।

হাসাদহ-রায়পুর সড়কে সামাজিক বনায়ন সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হবি বলেন, রাস্তা প্রস্তত্বকরণের কারণে ঠিকাদার ভেক্যু মেশিন দিয়ে প্রথমে কয়েকটি গাছ তুলে ফেলে দেয়। গাছ কাটার ব্যাপারে কোন টেন্ডার হয়নি। বনবিভাগ রেঞ্জার সব ক্ষমতার মালিক। ইউএনও স্যারের সাথে বনবিভাগের মিটিং হয়। ওই মিটিংয়ে আমাদেরকে ডাকা হয়নি।

তবে মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গাছ কাটা হচ্ছে এবং কাটা শেষ হলে টেন্ডারের মাধ্যমে গাছ বিক্রি করা হবে। দু’একটি ছাড়া কোন গাছ মরা নয়। গাছের গুড়িগুলো আমার বাড়ীর কাছে রাখা হচ্ছে আর

ডালপালা বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি মাধবপুর ব্রিজ সংলগ্ন স্থান থেকে গাছ কেটে নেয়ার সময় জনতার বাঁধার মুখে পড়া শহিদুল ইসলাম উপস্থিত সবার সামনে বলেন, শুধু আমিই কি একা গাছ কাটছি, এর আগে হাসাদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ভাই গাছ কেটে নিয়ে গেল তাকে তো কেউ কিছু বলল না। এ ভাবেই রাস্তার গাছের একটি অংশ প্রভাবশালী মহলের বাড়ী চলে যাচ্ছে।

উপজেলা বন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম কাজল বলেন, সামাজিক বনায়নের গাছগুলো বাধ্য হয়ে কাটা হচ্ছে। রাস্তা প্রস্তুত্বকরনে ঠিকাদার গাছগুলো ভেক্যু মেশিন দিয়ে উপড়ে ফেলছিল। তা ছাড়া যে গাছগুলো কাটা হচ্ছে তা অধিকাংশ মরা গাছ। সমিতির লোকজন গাছ কাটছে আর আমাদের লোকজন সেগুলো দেখভাল করছেন। সমিতির লাগানো গাছই কাটা হচ্ছে। টেন্ডার হয়নি ঠিক, তবে বিষয়টি ইউএনও স্যারকে জানানো হয়েছে। কাটা গাছগুলো সমিতির সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগ নেতা হাবিবুর রহমান হবির বাড়ীতে রাখা হচ্ছে। পরবর্তীতে টেন্ডার দেয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম বলেন, হাসাদহ-রাফপুর সড়কে গাছ কাটার বিষয়টি আমার এই মুহুর্তে আমার কিছু জানা নেই। তবে আগে কোন সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা আমার মনে পড়ছে না। কারণ সামাজিক বনায়নের গাছ কাটার জন্য চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে অনেক সময় লাগে এবং তারপর তা কাটার সিদ্ধান্ত হয়।

মেপ্র/আরপি

হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ঠান্ডু-জিনারুল প্যানেল বিজয়ী

উৎসব মুখর পরিবেশে আলমডাঙ্গার হাটবোয়লিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকেলে নির্বাচনের ফলাফলে ঠান্ডু-জিনারুলের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল জয়লাভ করেছে।

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ঠান্ডু-জিনারুল প্যানেল ও কাউসার আহম্মেদ বাবলু চেয়ারম্যান প্যানেল অংশ গ্রহন করে।

মোট ৪৯১টি ভোটার এই নির্বাচনে ভোট প্রদান করেছে। সকাল ৮টা থেকে ভোট শুরু হয়ে বিকেল ৪টায় পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়।

বিকেলে ভোট গননা শেষে ঠান্ড-জিনারুল প্যানেলের নজরুল ইসলাম ২৪৫ ভোট, মজনু হোসেন ২২৯ ভোট, আশরাফুল ইসলাম ২২২ ভোট তাজেম আলী ২২২ ভোট ও মোছা: খাদিজা খাতুন ২২৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

প্রতিদ্বন্দি প্রার্থীরা পেয়েছেন মো: জিয়া ১৪৯ ভোট, আসলাম হোসেন ১২৮, শরিফ উদ্দীন ১১৩ ভোট, হারুন-অর-রশিদ ১০৭ ভোট ও কুলসুম খাতুন ১৩১ ভোট পান। এ

ই নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দ্বায়িত্ব পালন করেন উপজেলা মনিটারিং সুপার ভাইজার আমিরুল ইসলাম, সহকারী প্রিসাইডং অফিসার ছিলেন হাটবোয়লিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মাসুদুর রহমান।

মেপ্র/আরপি

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনিত হওয়ায় এমপি টগর কে ফুলেল

শুভেচ্ছা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসন সংসদ সদস্য হাজি মো. আলী আজগার টগর এমপি কে ফুলেল শুভেচছা জানিয়েছেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুল ইসলাম এপি।

গতকাল রবিবার রাত ৯ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এ সময় দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জননেতা আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, যুগ্ম সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান এসএম জাকারিয়া আলম, সাংগাঠনিক সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, অ্যাড. রফিকুল ইসলাম রান্টু, জেলা পরিষদের সদস্য আবু জাফর, ইউসুফ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, সাধারণ সম্পাদক হযরত আলী, দপ্তর সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি সহসভাপতি ইমদাদুল হক ইমন, সাংগাঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম,আতিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক মইফুল ইসলাম সহ সম্পাদক মঞ্জুর রাশেদ তুহিন, যুবলীগ নেতা মঞ্জুর আহমেদ লিটন, আবু জাফর, বিল্লাল হোসেন, আক্তার হোসেন, তারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় এমপি আলী আজগার টগর বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশটাকে সাংস্কৃতি ও ক্রীড়াসহ সর্বক্ষেত্রে সমান তালে এগিয়ে নিতে কাজ করছে বলেই আমরা এতটা পথ এগিয়ে আসতে পেরেছি।

যুবলীগ তাঁর আপন মহিমায় জাতির পিতার আর্দশ বুকে নিয়ে কাজ করে গেলে দ্রুতই আমাদের দেশ বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা হবে।

উল্লেখ্য যে গত বছর কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের মৃত্যু তে পদ শূন্য হওয়ায় গত ৬ মার্চ কার্ষনিবাহী কমিটির সভায় ১ নং সিনিয়র সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম এপি কে সর্বসম্মতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনিত করেন।

মেপ্র/আরপি

দামুড়হুদায় মোটরসাইকেল-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে এস আই নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মিল্টন সরকার সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দামুড়হুদার ওদুদ শাহ কলেজের সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই মারা যান এসআই মিল্টন।

দামুড়হুদা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) জাহাঙ্গীর কবির জানান, রাত সাড়ে ৯টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে করে এসআই মিল্টন সরকার দামুড়হুদা থেকে দর্শনার দিকে যাচ্ছিলেন। ওদুদ শাহ কলেজের সামনে পৌছুলে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হন।

নিহত মিল্টন সরকারের বাড়ি বরিশাল বিভাগে। লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল নেওয়া হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

তারেক রহমানের ১৪তম কারাবন্দী দিবসের সভায় বিএনপি নেতা শরীফ

বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৪তম কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে টুয়াডাঙ্গায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আয়োজনে গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শহরের রজব আলী মার্কেটস্থ জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য

আবুবক্কর সিদ্দিক আবুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি নেতা শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, তারেক রহমান হচ্ছে আগামীর রাষ্ট্রনায়ক। তিনি বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁকে তৎকালিন তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। এই অত্যাচারে তিনি অসুস্থ হলে পরে জামিনে মুক্ত হয়ে এখন লন্ডনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন।

এছাড়াও বিএনপি চেয়ারপার্সন ও তিনবারের সফল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বর্তমান সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে নির্জন কারাগারে রেখেছে। তাঁকে সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে না। এই সরকার বেগম জিয়াকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সরকার এখন কী করছে, তা আর ভাবার সময় নেই।

এখন একটাই চিন্তা ও ভাবনা করতে হবে বেগম খালেদা জিয়াকে কীভাবে জেল থেকে মুক্ত এবং তারুণ্যের অহংকার তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। আর বেগম জিয়ার জেল থেকে মুক্তি, তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং এই সরকারের পতনের জন্য কঠোর আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই।’

জেলা জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিমুল হাবিব সেলিমের উপস্থাপন আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম মনি, জেলা মৎস্যজীবী দলের যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান বাবলু, পৌর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি খায়রুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান মুক্ত ও পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ।

মেপ্র/আরপি

আলমডাঙ্গার ইউনাইটেড মেডিকেল সেন্টার বন্ধ করলেন সিভিল সার্জন

আলমডাঙ্গার ইউনাইটেড মেডিকেল সেন্টারে অপারেশনের পর প্রসুতি মাতার মৃত্যুর ঘটনায় শনিবার ৩ সদস্যের তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. এহসানুল হক তন্ময়ের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত টিম ওই ক্লিনিকের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষনা করেছে।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের রায়পাড়া গ্রামের রহিদুল ইসলামের স্ত্রী ফাতেমা খাতুনের প্রসব বেদনা দেখা দিলে তাকে আলমডাঙ্গার ইউনাইটেড মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হয়।

ক্লিনিক মালিক নাজমুল ডাক্তারের পরামর্শে রোগীকে রাত ৮টার দিকে তুহিন অপারেশন করার পর একটি ছেলে বাচ্চার জন্ম হয়। কিন্তু প্রসূতি মাতা পেসার বেড়ে যায়। পেশার কমানোর জন্য ইনজেকশন পুশ করা হলে রোগী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এ সময় তাকে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে কুষ্টিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। কুষ্টিয়াতে নিয়ে গেলে ডাক্তার রোগীকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।

এদিকে রোগীর স্বজনদের দাবী ওই ক্লিনিকেই রোগীর মৃত্যু হয়। মরা রোগীকে তারা তড়িঘড়ি করে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়েছে। এদিকে লাশ ফিরিয়ে এনে রাতে রোগীর স্বজনরা ক্লিনিকের সামনে জড়ো হয়ে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর জন্য ডাক্তার ও ক্লিনিক কর্তৃক্ষের বিচারের দাবী করেন।

রাতে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। তবে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের দাবী কার্ডিয়াক সমস্যার কারণে তার অবস্থার অবনতি দেখা দিলে তাকে কুষ্টিয়ায় রেফার করা হয়। এদিকে এলাকাবাসী জানিয়েছে, রাতে লাশ নিয়ে রোগীর স্বজনদের বিক্ষোভের সময় তাদের সাথে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা দিয়ে আপোষ করেছে।

এ ঘটনাটি বিভিন্ন পত্রিকা ও ফেসবুকে ভাইরাল হলে চুয়াডাঙ্গার

সিভিল সার্জনের দৃষ্টি গোচর হয়। ঘটনাটি তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. এহসানুল হক তন্ময়কে প্রধান করে ৩ সদস্যে বিশিষ্ট একটি তদন্ত টিম গঠন করা হয়।

গতকাল শনিবার ওই তদন্ত টিম ইউনাইটেড মেডিকেল হাসপাতালে গিয়ে প্রাথমিক তদন্তে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে সামায়ক বন্ধ ঘোষনা করেন।

মেপ্র/আরপি

আলমডাঙ্গার বেলগাছির তুরাল ডাকাত আবারো বেপরোয়া

আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের কুখ্যাত তুলার ডাকাত আবারো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। একাধিক মামলার আসামী তুরাল ডাকাত গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় বেলগাছি গ্রামের এক গরু ব্যবসায়ীর বাড়িতে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে। রাজু নামের ওই গরু ব্যবসায়ীর বাড়িতে গিয়ে গোয়াল থেকে গরু ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় সে বাড়ির দরাজা-জানালা রাম দিয়ে কোপায়।

এলাকা সুত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে বহু অপকর্মের হোতা বেলগাছি গ্রামের মৃত রমাজান আলীর ছেলে তুরাল ডাকাত দুমাস আগে গ্রামের মৃত ভিকু মালিতার ছেলে গরু ব্যবসায়ী রাজুর কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবী করে। চাঁদার টাকা না পেয়ে সে হুমকি দিলে রাজু থানায় জিডি করে।

এ বিষয়ে জিডি করার পর তুরাল ডাকাতের স্ত্রী ও ভাই গ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আর চাঁদা চাইবেনা বলে ৫ হাজার টাকা নিয়ে আপোষ করে। আপোষের কয়েকদিন অতিবাহিত হবার পর শুক্রবার সন্ধ্যায় তুরাল ডাকাত রাজুর বাড়িতে গিয়ে আবারো চাঁদার টাকা দাবী করে বাড়িতে ব্যাপক হামলা চালিয়ে রাম দা দিয়ে জানালা দরজা কপিয়ে জখম করে বলে রাজু অভিযোগ করেছে। তার ভয়ে রাজু ও তার পরিবার ভীত সন্ত্রস হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, তুরাল একজন কুখ্যাত ডাকাত। ছেলে বেলা থেকেই সে গরুসহ বিভিন্ন চুরি দিয়ে অপরাধ জগতে পর্দাপণ করে। ২০-বছর আগে শিয়ালমারী-বটিয়াপাড়ার একটি হত্যার ঘটনায় তার নামে মামলা দায়ের হয়। সে ঘটনায় জেল খেটে গত ৭বছর আগে জেল থেকে বের হয়ে এসে আবারো চুরি-ডাকাতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। গ্রামে বোমা হামলা চালিয়ে কয়েকজনকে আহত করে। এ ঘটনায় ওই সময় তার নামে মামলা দায়ের করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই জিয়া ও জসিম তাকে ধরতে গেলে তুরাল পুকুরে ঝাপিয়ে পড়ে। এ সময় দুই দারোগা তাকে জীবন বাজী রেখে আটক করে। বোমা হামলার ঘটনায় দায়ের কৃত মামলায় সে জামিন নিয়ে গত ৩ মাস আগে বের হয়ে আসে। বের হওয়ার পর আবারও বেপরোয়া হয়ে পড়েছে।

অভিযোগ রয়েছে গ্রামের ৯ নং ওয়ার্ডের কয়েক জনের ছত্রছায়ায় থাকে তুরাল ডাকাত।

মেপ্র/আরপি

চুয়াডাঙ্গার কেদারগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯৮১ ব্যাচের মিলনমেলা

কেদারগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯৮১ সালের প্রাথমিক (৫ম শ্রেণি) ব্যাচের বন্ধুদের নিয়ে মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল শুক্রবার দিনব্যাপী দামুড়হুদা শিবনগর ডিসি ইকো পার্কে এ মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামনে থেকে একটি র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে তাঁরা ডিসি ইকো পার্কের উদ্দেশ রওনা হন। এ মিলনমেলার প্রধান উদ্যেক্তা ছিলেন পলাশ মাস্টার।

এ সময় আনন্দ, হৌ চৌ আর বিভিন্ন খেলাধুলায় মেতে ওঠে বন্ধুরা। এ

সময় লটারি, সংগীত পরিবেশন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
এ মিলনমেলায় ১৯৮১ সালের প্রাথমিক ব্যাচের ছাত্র ও দৈনিক সময়ের সমীকরণ-এর প্রকাশক ও সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফসহ ব্যাচের প্রায় ৮০ জন বন্ধু অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, ‘আমরা সব বন্ধু আজ ৪০ বছর পরে এক সঙ্গে মিলিত হতে পেরে খুব আনন্দিত। আমরা সবাই সবার সুখ-দুঃখের সময় এখন একসঙ্গে থাকতে পারি। আমরা দল-মত সবকিছু বাদ দিয়ে আমাদের একটা পরিচয় আমরা সবাই বন্ধু।’

অনুষ্ঠানে আগামী বছরের মিলনমেলা আয়োজনের লক্ষে পলাশকে সভাপতি ও নাজমুলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

মেপ্র/আপি

ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু, পোনে দু’লাখ টাকায় রফা

আলমডাঙ্গার ইউনাইটেড মেডিকেল সেন্টারে বৃহস্পতিবার দিবা গত রাতে ভুল চিকিৎসায় প্রসুতি মায়ের মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তার সিজার করার পর সুস্থ্য হলে প্রসূতি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে কুষ্টিয়ায় রোফার্ড করার পর মৃত্যু হয়েছে দাবী করাও হলেও রোগীর স্বজনদের দাবী পেসার সংক্রান্ত বিষয়ে ইনজেকশন দেবার পর ক্লিনিকেই তার মৃত্যৃ হয়েছে।

এদিকে রাতে রোগীর স্বজনরা ক্লিনিকের সামনে লাশ রেখে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে বিচার দাবী করেন। এদিকে রাত ৩টা পর্যন্ত রোগীর স্বজনদের সাথে দেনদরবার করে আপোষ মীমাংসা করেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার ইউনাইটেড মেডিকেল সেন্টারে সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের রায়পাড়া গ্রামের রহিদুল ইসলামের স্ত্রী ফাতেমা খাতুনের প্রসব বেদনা দেখা দিলে

ভর্তি করে। ক্লিনিক মালিক নাজমুল ডাক্তারের পরামর্শে রোগীকে রাত ৮টার দিকে সিজার করানো হয়।

ডা. ইমরান হোসেন ও তার সহযোগী তুহিন অপারেশন করার পর একটি ছেলে বাচ্চার জন্ম হয়। কিন্তু প্রসূতি মাতা পেসার বেড়ে গিয়ে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। পেশার কমানোর জন্য ইনজেকশন পুশ করা হলে রোগী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তাকে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে কুষ্টিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। কুষ্টিয়াতে নিয়ে গেলে ডাক্তার রোগীকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।

এদিকে রোগীর স্বজনদের দাবী ওই ক্লিনিকেই রোগীর মৃত্যু হয়। মরা রোগীকে তারা তড়িঘড়ি করে এ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়েছে। এদিকে লাশ ফিরিয়ে এনে রাতে রোগীর স্বজনরা ক্লিনিকের সামনে জড়ো হয়ে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর জন্য ডাক্তার ও ক্লিনিক কর্তৃক্ষের বিচারের দাবী করেন। রাতে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। এদিকে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের দাবী কার্ডিয়াক সমস্যার কারণে তার অবস্থার অবনতি দেখা দিলে তাকে কুষ্টিয়ায় রেফার করা হয়।

পরে রাতে লাশ নিয়ে রোগীর স্বজনদের বিক্ষোভ করার এক পর্যায়ে নাজমুল ডাক্তার এ ঘটনা থেকে বাঁচতে রাতে রোগীর স্বজনদের সাথে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকায় আপোষ রফা করেন। এ নিয়ে এলাকায় মানুষের মধ্যে নিন্দার ঝড় বইছে।

মেপ্র/আরপি